গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজাষ্টার রেসপন্স কো-অরডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-২২৩

তারিখঃ ২৩/০৭/২০১৬
সময়ঃ বিকাল ৩.৩০টা।

বিষয়ঃ দুর্যোগ সংক্রান্ত ২৩.০৭.২০১৬ তারিখের দৈনিক প্রতিবেদন।

সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্কতা: সমুদ্র বন্দর সমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নেই।

নদীবন্দর সমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ (আজ সন্ধ্যা ৬.০টা পর্যন্ত**)**

রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদী বন্দরসমূহের জন্য ০১ (এক) নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

পূর্বাভাসঃ রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা ঃ সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

গত ২৪ ঘন্টায় বিভাগওয়ারী দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নরূপঃ

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্রগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩২.০	৩১.০	৩৩.০	৩০.৮	৩৩.০	৩২.৬	৩৩.১	৩১.৬
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৫.০	২৪.২	২৪.৫	২৪.২	২৬.২	২৫.০	২৫.০	২৫.৩

* দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল চুয়াডাংগা ৩৩.১ ডিগ্রী সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল সিলেট ও নেত্রকোনা ২৪.২ ডিগ্রী সে.।

০২। নদ-নদীর পানি হ্রাস /বৃদ্ধির সর্বশেষ অবস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাপাউবো)

মোট পর্যবেক্ষণ পয়েন্টের সংখ্যা	৯০ টি	পানি স্থিতিশীল রয়েছে	০১ টি
পানি বৃদ্ধি পেয়েছে	৫৭ টি	তথ্য পাওয়া যায়নি	০৩ টি
পানি হ্রাস পেয়েছে	২৯ টি	বিপদসীমার উপরে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে	০৮ টি

নিম্নবর্ণিত ০৮ টি পয়েন্টে নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছেঃ

ক্র.নং	জেলার নাম	নদীর নাম	ষ্টেশনের নাম	পানি বৃদ্ধি (+) হ্রাস (-)(cm)	বিপদসীমার উপরে আছে (cm)
০১	কুড়িগ্রাম	ব্রহ্মপুত্র	চিলমারী	+০৪	+ ৫২
০২	কুড়িগ্রাম	ধরলা	কুড়িগ্রাম	+০৭	+ ৪০
০৩	জামালপুর	যমুনা	বাহাদুরাবাদ	+১১	+ ২১
০৪	বগুড়া	যমুনা	সারিয়াকান্দি	+১১	+ ১৬
০৫	টাংগাইল	ধলেশ্বরী	এলাসিন	+১২	+ ৫০
০৬	শরিয়তপুর	পদ্মা	সুরেশ্বর	+০৫	+ ২০
০৭	সুনামগঞ্জ	সুরমা	সুনামগঞ্জ	-০১	+৬৫
০৮	নেত্রকোনা	কংশ	জারিয়া ঝাঞ্জাইল	-০৩	+ ৬৫

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও গঙ্গা-পদ্মা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে অপরদিকে সুরমা-কুশিয়ারা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে।
- আগামী ৪৮ ঘন্টায় ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও গঙ্গা-পদ্মা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে।
- আগামী ৪৮ ঘন্টায় সুরমা-কুশিয়ারা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস অব্যাহত থাকতে পারে।
- আগামী ৪৮ ঘন্টায় ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদ-নদী সংলগ্ন কুড়িগ্রাম, জামালপুর ও বগুড়া জেলাসমূহের নিমাঞ্চলের কিছু অংশে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি অব্যাহত থাকতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘন্টায় আত্রাই নদী বাঘাবাড়িতে ও পদ্মা নদী গোয়ালন্দে তাদের নিজ নিজ বিপদ সীমা অতিক্রম করতে পারে।

০৩। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতঃ (গতকাল সকাল ৯ টা থেকে আজ সকাল ৯টা পর্যন্ত)

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
রংপুর	১২৫.০	ডালিয়া, নীলফামারী	৪৭.০
সুনামগঞ্জ	১১৫.০	ভাগ্যকুল, মুন্সিগঞ্জ	৩৯.০
দূর্গাপুর, নেত্রকোনা	৭০.০	ফরিদপুর	৩৯.০
ঢাকা	৪৮.৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৯.০

০৪। সর্বশেষ বন্যা পরিস্থিতিঃ

১) নীলফামারীঃ বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় নীলফামারী জেলার ডিমলা ও জলঢাকা উপজেলাধীন টেপাখড়িবাড়ী, খগাখড়িবাড়ী, গয়াবাড়ী, পূর্বছাতনাই ও ঝুনাগাছা চাপানী ইউনিয়ন বন্যা কবলিত হয়। তম্মধ্যে খালিশা চাপানী ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের ইউসুফের চড় এলাকায় ২৩টি পরিবার এবং ৯ নং টেপাখাগিবাড়ী ইউনিয়নের ৪টি ওয়ার্ডের (১, ২, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড) চড়খড়িবাড়ী মৌজার কাউয়ুমের বাড়ীর নিকট স্বেচ্ছাশ্রমে নির্মিত বাঁধটি ভেংগে যাওয়ায় ৭ টি ইউনিয়নের ১৬ টি গ্রামের ৩০৪টি পরিবারের ৩০৪ টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ এবং ৪,৭৪৬টি পরিবারের ঘরবাড়ি আংশিক, ১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ এবং ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে ১২,২০০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়াও ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১ টি উচ্চ বিদ্যালয় ভাংগনের মুখে আছে। তিস্তা নদীর পানি কমছে এবং বর্তমানে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক জরুরী মেডিক্যাল টিম গঠন করে সার্বক্ষণিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৪টি অস্থায়ী নলকূল ও ৩,০০০ টি পানি বিশুদ্ধ করণ টেবলেট সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্থদের সাহার্যার্থে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ডিমলা উপজেলায় ৬০ মেঃটন জিআর চাল ,নগদ ২,৫৫,০০০/- টাকা এবং জলঢাকা উপজেলায় ৮ মেঃটন জিআর চাল এবং নগদ ৫০,০০০/- টাকা বিতরণের জন্য উপবরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ৫,০০,০০০/- টাকার শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

২) লালমনিরহাটঃ জেলা প্রশাসক লালমনিরহাট থেকে জানা যায়,**অতি**বৃষ্টির ফলে পানি বৃদ্ধি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে ধরলা নদীর পানি কুড়িগ্রাম পয়েন্টে বর্তমানে বিপদসীমার ৪০ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে জেলার হাতিবান্ধা,সদর, আদিতমারী,কালীগঞ্জ ও পাটগ্রাম উপজেলায় বন্যা দেখা দিয়েছে। বন্যার ফলে জেলার ৫ টি উপজেলার ১৬ টি ইউনিয়নের ২৪,৭৯৩ টি পরিবারের ৯৯,১৭২ জন লোক এবং আনুমাণিক ২৪,৭৯৩ টি ঘরবাড়ি বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে। জেলার মোগলহাট, রাজপুত, দুর্গাপুর ও কুলাঘাটে পানি বৃদ্ধি পেয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলায় ২৬০ মেঃটন জিআর চাল বিতরণের জন্য উপবরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫,০০,০০০/- টাকার শুকনো খাবার ক্রয় করে বিতরণ করা হয়েছে।

৩) গাইবান্ধাঃ অতিবৃষ্টির ফলে পানি বৃদ্ধি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় গাইবান্ধা জেলার সদর,সুন্দরগঞ্জ,ফুলছড়ি ও সাঘাটা উপজেলার নিচু এলাকায় পানি প্রবেশ করে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলায় ১২০ মেঃটন জিআর চাল এবং ১,২০,০০০ টাকা জিআর ক্যাশ উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৪) কুড়িগ্রামঃ অতিবৃষ্টির ফলে পানি বৃদ্ধি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে ব্রহ্মপুত্র ও ধরলা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫২ ও ৪০ সে.মি উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি বৃদ্ধি পেয়ে জেলার ৯ টি উপজেলার ৩৩ টি ইউনিয়ন ৩২৫ টি গ্রাম, ৪০,৬৩৪ টি পরিবারের ৪০,৬৩৪ টি ঘরবাড়ি. ১,২৬,০০০ জন লোক, ৬২ হেঃ বীজতলা ও ১০৩০ হেঃ সবজি খেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনজন নিজেদের বাড়ীতেই বসবাস করছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন উপজেলায় মোট বরাদ্দ ৪০০ মে.টন থেকে ১৯২ মেঃটন জিআর চাল এবং ৬,০০,০০০/- টাকা থেকে নগদ ৩,৭৫,০০০/- টাকা বিতরণের জন্য উপবরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জেলায় ২,২৫,০০০/- টাকা ও ২০৮ মেঃটন চাল মজুদ আছে।

৫) সুনামগঞ্জঃ বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে সুরমা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে সদর উপজেলার রঙ্গারচর,সুরমা, জাহাংগীর নগর,গৌরাং, মোহনপুর, কাঠাইর ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। বর্তমানে সুরমা নদীর পানি কমছে এবং বিপদ সীমার ৬৫ সে: মি: উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন উপজেলায় ৮৩ মেঃটন জিআর চাল বিতরণের জন্য উপবরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৬) বগুড়াঃ বগড়া জেলার সারিয়াকান্দি পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ১৬ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি বৃদ্ধির ফলে সারিয়াকান্দি উপজেলার নদীর তীরবর্তী এলাকায় বন্যার পানি প্রবেশ করেছে।

৬) জামালপুরঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান, চরের নিম্নাঞ্চলে পানি ঢুকতে শুরু করেছে। তবে এখনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

৭) সিরাজগঞ্জঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান, জেলার বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দের সর্বশেষ তথ্য (২৩/০৭/২০১৬)

ক্র:	জেলার নাম	জি আর চাল বরাদ্দ (মে.টন)			জি আর চাল বিতরণ (মে.টন)	
		পূর্বের বরাদ্দ	২২.০৭.১৬ তারিখের বরাদ্দ	মোট বরাদ্দ	বিতরণ	মজুদ
১	সিরাজগঞ্জ	২৫০		২৫০	৩৫	২১৫
২	বগুড়া	১০০		১০০	-	১০০
৩	রংপুর	১৫০		১৫০	১৩	১৩৮
৪	কুড়িগ্রাম	৩০০	১০০	৪০০	১৯২	২০৮
৫	নীলফামারী	৩০০		৩০০	২২০	৮০
৬	গাইবান্ধা	৫০	২০০	২৫০	১২০	১৩০
৭	লালমনির হাট	৩০০	১০০	৪০০	৩০০	১০০

৮	সুনামগঞ্জ	১৫০	১০০	২৫০	৮৩	১৬৭
৯	টাংগাইল	৫০				৫০
১০	শরীয়তপুর	৫০				৫০
১১	নেত্রকোনা	৯৫				৯৫

ক্র:		জি আর ক্যাশ বরাদ্দ (টাকা)		জি আর ক্যাশ বিতরণ (টাকা)			শুকনো খাবার মজুদ
১	জেলার নাম	পূর্বের বরাদ্দ	২১.০৭.১৬ তারিখের বরাদ্দ	মোট বরাদ্দ	বিতরণ	মজুদ	
২	বগুড়া	১০০০০০	১০০০০০	২০০০০০	-	২০০০০০	
৩	রংপুর	২০০০০০	১০০০০০	৩০০০০০	৭২০০০	২২৮০০০	
৪	কুড়িগ্রাম	৪০০০০০	২০০০০০	৬০০০০০	৩৭৫০০০	২২৫০০০	
৫	নীলফামারী	৬০০০০০	১০০০০০	৭০০০০০	৩৭৯০০০	৩২১০০০	
৬	গাইবান্ধা	৪০০০০০	-	৪০০০০০	১২০০০০	২৮০০০০	
৭	লালমনির হাট	৬০০০০০	২০০০০০	৮০০০০০	৩০০০০০	৫০০০০০	
৮	সুনামগঞ্জ	১০০০০০	২০০০০০	৩০০০০০	-	৩০০০০০	
৯	শরীয়তপুর	১০০০০০				১০০০০০	
১০	চাপাইনবাগঞ্জ	১০০০০০				১০০০০০	
১১	নেত্রকোনা	১০০০০০				১০০০০০	৫০০০০০ টাকার

** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৩/৭/২০১৬খ্রিঃ তারিখ কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মাঝে বিতরণের জন্য প্রতি জেলার জন্য ১,০০০ প্যাকেট করে মোট ৪,০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার ববাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রতি প্যাকেটে ৫.০০ কেজি চাল, ১.০০ কেজি ডাল, ১.০০ লিটার সয়াবিন তেল, ১.০০ কেজি চিনি, ১.০০ কেজি লবন, ৫০০ গ্রাম মুড়ি, ১.০০ কেজি চিড়া, ১.০০ ডজন মোমবাতি, ১.০০ ডজন দিয়াশলাই ও একটি ব্যাগ রয়েছে।

বিঃদ্রঃ কোথাও প্রাণহাণি হয়নি। গবাদি পশুর ক্ষয়ক্ষতির কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

০৫। ট্রলার ডুবিঃ

নরসিংদীঃ আজ ২৩/৭/২০১৬খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১.০০টায় ৪০/৫০ জন যাত্রী নিয়ে একটি ট্রলার পীরপুর গুনি শাহার মাজারে যাওয়ার সময় নরসিংদী জেলার রায়পুর উপজেলার উত্তর বাখরনগর ইউনিয়নের শীবপুর নামক স্থানে আড়িয়ালখা নদীতে ডুবে যায়। অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই এর কারণে ট্রলার ডুবে যায় বলে ধারনা করা হচ্ছে। ট্রলার ডুবির খবর পেয়ে ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কাজ পরিচালনা করে। দূর্ঘটনাস্থল হতে সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য মতে ৮ জনের মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত করে জরুরি ভিত্তিতে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসনকে অনুরোধ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, রায়পুর সরেজমিনে দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে উদ্ধার কার্যক্রমসহ সার্বিক পরিস্থিতি তদারকি করছেন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য এ মন্ত্রণালয় থেকে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিংকরার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের **NDRCC (**জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র**)** ২৪ ঘন্টা (৭**X২৪)** খোলা রয়েছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য **NDRCC'**র নিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ **email** নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ **NDRCC'**র টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬; উপসচিব (এনডিআরসিসি) ৯৫৪৬৬৬৩;
মোবাইল নম্বরঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২ (অতিরিক্ত সচিব, দুব্যক) এবং ০১৭১১-৪৪৭২৭৬ (উপসচিব, এনডিআরিস)
ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০; Email: ndrcc@modmr.gov.bd

স্বাক্ষরিত/-
(জি.এম. আব্দুল কাদের)
উপ-সচিব (এনডিআরসিসি)
ফোনঃ ৯৫৪৫১১৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/দুঃব্যঃ/ত্রাণ/দুব্যক), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৮। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব),দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী,ঢাকা।
০৯। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১০। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১১। পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৩। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৪। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।